



দৈনিক বাংলা

ঢাকা: শনিবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬: ২৭শে মে, ১৯৮৯

শিক্ষার পরিবেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, সেখানে যেকোন নতুন শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা হবে। এ লক্ষ্যে সরকার ভাসিটি কত পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

জামাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে সংঘর্ষ, হানাহানি ও বিশৃংখলার ফলে শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই-ই বিপদগ্রস্ত। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা শিক্ষার নিরাপদ পরিবেশ কমানা করেন। গোটা সমাজের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখাপড়া শেষ করে দেশের উন্নয়নে গঠনমূলক অবদান রাখবে। কিন্তু পরিতপের বিষয় হচ্ছে, সংকীর্ণ দলাদল ও হানাহানির ফলে সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কান্ড ঘটছে আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে। ছাত্রছাত্রীদের রক্ত ঝরছে। দেশ পিছিয়ে পড়ছে।

জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, ১৯৮৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এ বছরের মে মাস পর্যন্ত সংঘর্ষ ও হানাহানিতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৭ জন ছাত্রের প্রাণহানি ঘটেছে। শিক্ষায়তনের পরিবেশ যে কতদূর কলুষিত হয়েছে ছাত্রমৃত্যুর এ বিরাট সংখ্যা তারই প্রমাণ। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্রকন্যাদের ভীতি করে অভিভাবকরা উন্মত্তে দিন কাটান—কখন যে কি ঘটে যাবে কেউ তা বলতে পারে না।

এই পরিস্থিতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কেন, নতুন শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার সিদ্ধান্তকে স্মরণে রাখতে জানাই। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও শৃংখলার পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমরা সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের এই দরিদ্র দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ যেখানে শিক্ষাবঞ্চিত, সেখানে শিক্ষার সুযোগ নিয়ে হেলাফেলার কোন অবকাশ নেই। দরিদ্র মানবের টাকসব টাকায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হানাহানি বিশৃংখলা চলবে, তা কারও কাছে কাম্য নয়।

সংকীর্ণ দলাদল, নকলবাজি, সেশনজট ইত্যাদি ধরনের সমস্যাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে গভীর সংকট সৃষ্টি করে রেখেছে। গোটা জাতি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। ছাত্র শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ—সকলকেই অল্প শিক্ষায়তনে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে আমরা রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতাও কামনা করি।